দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..27. JAN..2014. ...
পৃষ্ঠা ...২১... কলাম ...৬ .....

এগিয়ে যাওয়া নারী

সেরা শিক্ষিকা নুরুন্নাহার আক্তার বকুল

● মুহাম্মদ ফরিদ হাসান

সেরা হতে কার না ভালো লাগে। তাই বলে কি সবাই সেরা হতে পারে? অনেকের মাঝে কেউ কেউ তাদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যতার স্বাক্ষর রেখে তবেই না সেরা হয়। আর ভালো কিছু পেতে বাধা-বিপত্তি আসবেই। যারা এই বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এগিয়ে চলতে জানে, তাদের কাছে এসেই ধরা দেয় সাফল্য। নুরুন্নাহার আক্তার বকুলও এমনি একজন। তিনি চাঁদপুর জেলার নতুন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। শিক্ষকতাই তাকে সমাজে পরিচিত করেছে একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে। নুরুন্নাহার আক্তার বকুল তার শিক্ষকতা জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারিভাবে ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত টানা ৩ বছর পেয়েছেন উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকার পুরস্কার। এর মধ্যে ২০১২, ২০১৩ সালে পেয়েছেন জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকার পুরস্কার। চাঁদপুরের বেশ'টি সংগঠনও তাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা হিসেবে পুরস্কার ও সংবর্ধনা দিয়েছে। কিন্তু তার চলার পথে ছিলো অনেক বাধা-বিঘ্ন। দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি অদম্য আকর্ষণ থাকায় কোনো প্রতিকূলতায় হার মানেননি তিনি। ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় তিনি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে উত্তীর্ণ হন। সাথে সাথে পান স্কলারশীপও। এরপর তিনি সাফল্যের সাথে এইচএসসি, স্নাতকোত্তর পাস করেন। বর্তমানেও থেমে নেই পড়াশোনা। এবছর তিনি চাঁদপুর সরকারি কলেজ থেকে মাস্টার্স শেষ বর্ষের পরীক্ষার্থী।

তিনি বলেন, '১৯৯০ সালে যখন শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিলাম, তখন কেউ এটাকে ভালো ভাবে নিলো না। বাধা-বিঘ্ন এসেছে। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষকতা হচ্ছে শিল্প। প্রায় দুই দশক ধরে শিক্ষকতা জীবনের পদযাত্রায় সবসময়ই চেষ্টা করেছি নিজের সর্বোচ্চটুকু শিক্ষার্থীদের উজাড় করে দিতে। এই ক্ষুদ্র জীবনের প্রাপ্তিও নেহাৎ কম নয়। যখন শুনলাম প্রায় সাতশ' শিক্ষকের মাঝে আমি উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছি, কী যে ভালো লেগেছিলো তখন। এই সেরা শিক্ষকের তকমা আমাকে ভবিষ্যৎ জীবনে অনুপ্রাণিত করেছে বারংবার।'

শিক্ষকতার বাইরে নুরুন্নাহার আক্তার বকুলের শখ লেখালেখি। স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় তার শতাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রবন্ধ লিখেন তিনি। কবিতায়ও তার হাত ভালো। ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো তার কবিতার বই 'নবদ্যুতি'। লেখালেখির বাইরে করেন আবৃত্তি, উপস্থাপনা, বিতর্কও। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সবসময়ই তো কিছু না কিছু করি। ভবিষ্যতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের উন্নয়নে কাজ করব। লেখালেখির চর্চা পুরোদমে করার ইচ্ছে আছে।'